দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা

বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদ অর্জন বাংলা ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ভাষা আন্দোলনের স্থপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে আইন ও বিচারমন্ত্রী এবং ভাষা সৈনিক মীর্জা গোলাম হাফিজ বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদাশীল ও উন্নততর ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সরকারের সাথে শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনে মরহুমের অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

তিনি রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের ত্যাগ, অবদান ও কর্মকাণ্ডের আদর্শকে অনুসরণ করার আহবান জানিয়ে বলেন, জীবদ্দশায় মরহুম এই ভাষা স্থপতিকে যথাযোগ্য

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

22

মর্যাদা দেয়া হয়নি। গতকাল পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে ভাষা আন্দোলন মিউজিয়াম আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক। আলোচনা সভা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট দার্শনিক এবং ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। আলোচনায় অংশ নেন ভাষা সৈনিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর, ভাষা সৈনিক ও বেনবেইজের পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল হক খান মজলিস, জনাব মোস্তফা কামাল, জনাব মাহমুদ বিন কাসেম, প্রফেসর হাওলাদার ও ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক জনাব নিয়ামত এলাহী। মীর্জা গোলাম হাফিজ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমকে প্রতিভাবান ও আদর্শ পুরুষ আখ্যায়িত করে বলেন, সেই সময়ে দেশে আইনের শাসন ও মানবিক অধিকার ছিল না। সেই প্রেক্ষিতে তিনি সফলতার সাথে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই আমরা বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদ লাভ করেছি।

তাই আমরা পৃথক জাতিসত্তা ও পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয়ে আজ চলতে পারি। তিনি বলেন, এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে জাতীয়তাবোধ খুবই প্রয়োজন। মরহুম কাসেমের আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের আহবান জানান। প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নাজিম উদ্দিন প্রমুখরা যখন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন তখনই প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম বলিষ্ঠভাবে এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন এবং বিশেষ সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, বাংলাকে পাঠ্য পুস্তকের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য মরহুম ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। তিনি প্রিন্সিপাল কাসেমকে অনন্য মানুষ আখ্যায়িত করে বলেন, শতাধিক বছর পরেও তার মতো কেউ আসবেন কি-না সন্দেহ আছে।

অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো হয়। তিনি শুধু ভাষা আন্দোলনেরই মূল স্থপতি ছিলেন না, এই উপ-মহাদেশে ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টিরও তিনি মহান স্থপতি ছিলেন। তিনি বলেন, যদি বাংলাদেশে ইসলামের আগমন না ঘটতো তবে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটতো না এবং তা একটি ক্ষুদ্র স্টেট হিসেবে ভারতের গহবরে স্থান পেতো। মরহুমের স্মৃতি সংরক্ষণে তিনি প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। প্রফেসর খান মজলিস বলেন, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের মতো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজন হবে না। সভাপতির ভাষণে প্রফেসর শামসুল হক বলেন, মরহুম প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা হলেই ধর্ম করা যাবে না তিনি এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে গেছেন। তিনি এই মহান ভাষা সৈনিকের জীবনী সংকলনের আহবান জানান।